116

তারিখ ... MAR. 06 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 8

এসএসসি পরীক্ষা এখন নকলের পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি পরীক্ষা এখন নকলের পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। গতকাল বাংলা ১ম পত্র পরীক্ষার দিনেও গণ-নকল অব্যাহত ছিল। গতকালও বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলী, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং ম্যাজিস্ট্রেট প্রহারের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে নকলে বাধা দেয়ায় বহিরাগত নকল সরবরাহকারীদের হাতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত হয়ে গুরুতর আহতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এখানে সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলী বর্ষণ ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। পুলিশসহ আহত হয় প্রায় অর্ধশত। বোর্ড চেয়ারম্যান শাহজাদপুর পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্রটি বাতিল করেছে। গতকাল এসএসসি'র বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষা সারাদেশে আড়াই সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া নকলে সহযোগিতা করার অপরাধে বিভিন্ন স্থানে আরো ১০ জন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। গতকাল রাজশাহী বোর্ডে সহস্রাধিক, কুমিল্লা বোর্ডে অর্ধ সহস্রাধিক, ঢাকা বোর্ডে ৪ শতাধিক, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৮৬ এবং যশোর বোর্ডে ২৫৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়। রাজশাহীতে ৬ জন এবং কুমিল্লায় ১ জন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় ২য় দিনের সাধারণ গণিত বিষয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে ৫শ' জন। এর পাশাপাশি ৪ জন মাদ্রাসা শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। বাগেরহাটে ১ জন ভুয়া পরিদর্শককে গ্রেফতার করা হয়। নকল প্রতিরোধে প্রশাসনিক শৈথিল্যের সুযোগে গতকাল নকলবাজ পরীক্ষার্থী ও তাদের সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কেন্দ্রগুলোতে ১৪৪ ধারা বর্তমানে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সমর্থনে আর পুলিশ ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় থানা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক নকল চলছে। গতকাল মদ্রাসা বোর্ডের সাধারণ গণিত পরীক্ষায় সিরাজগঞ্জে ৫৮, চট্টগ্রামে ২২, কক্সবাজারে ৫২, ফরিদপুরে ৪৩, নওগাঁয় ৩০, বরগুনায় ২০, ভোলায় ৩৮, গোপালগঞ্জে ২৬, যশোরে ৪৮, লক্ষ্মীপুরে ২৪, ফেনীতে ২৩, টাঙ্গাইলে ১৫, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৫, সাতক্ষীরায় ১৩, চুয়াডাঙ্গায় ৯, নেত্রকোনায় ৬, ঢাকায় ৬, পটুয়াখালীতে ৪, সিলেটে ৩ জন এবং বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ ও লালমনিরহাটে ১ জন করে বহিষ্কৃত হয়। তবে এসব কেন্দ্রে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে শাহজাদপুর

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা এখন নকলের পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী কলেজ উপকেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম নকল সরবরাহকারীদের হাতে প্রহৃত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষার শেষের দিকে নকল সরবরাহকারীদের পুলিশ বাধা দিলে পুলিশ এবং নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে সমগ্র শাহজাদপুর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালায় এবং বেশ ক'রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই সংঘর্ষে একজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৭ জন পুলিশ আহত হয় এবং কমপক্ষে ৩০ জন নকল সরবরাহকারী জখম হয়। শাহজাদপুরের তিনটি কেন্দ্রে এবং শাহজাদপুর পাইলট হাই স্কুল ও শাহজাদপুর সরকারী কলেজের উপকেন্দ্রে গতকাল ব্যাপক নকল হয়। নকল করার দায়ে এদিন মোট ৯৬ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন। থানার চারটি কেন্দ্রে নকলের যে মহোৎসব চলছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সরকার বাস্তবে নকলকারীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ভূমিকাই নিচ্ছে না।

রাজশাহী অফিস জানায়, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে (বাংলা প্রথমপত্র) গতকাল নকলের দায়ে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী ও ৬ জন শিক্ষক এবং ১ জন পিয়নকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বোর্ডের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে, নকলে সহায়তা করায় নবাবগঞ্জে ৩ জন শিক্ষক ও একজন পিয়ন এবং পাবনা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়ে ১ জন করে শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। রাজশাহীতে ৮১ জন, নবাবগঞ্জে ৮২ জন, নওগাঁয় ৪৩ জন, পাবনায় ৬৫ জন, রংপুরে ৮২ জন, গাইবান্ধায় ১১৩ জন, নীলফামারীতে ৫৪ জন, লালমনিরহাটে ৩২ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৩১ জন এবং পঞ্চগড়ে ৯৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রশাসনিক শৈথিল্যের কারণে নকলবাজ ও তাদের সহযোগীদের ঠেকানো যাচ্ছে না।

বগুড়া অফিস জানায়, বাংলা ১ম পত্র পরীক্ষায় বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল করার দায়ে ৫৭ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বগুড়ার শিবগঞ্জ, গাবতলী, আদমদীঘি প্রভৃতি কেন্দ্রে ব্যাপকহারে নকল লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া দাখিল পরীক্ষাতেও ২৬ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে বলে কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়।